ন্যাটালি ও আমাদের জরিনা বেগম

আশীষ বাবলু

তার ছবি পর্দায় যখন ফুটে ওঠে তখন শুধু দেখতেই ইচ্ছে করে। চোখের পলক ফেলতে ইচ্ছে করেনা। সোনারোদ মাখা স্বর্নালী চুল, নীল কটাঁ চোখ, উন্নত উদাসীন বক্ষ, মুক্তার চাইতেও স্বচ্ছ হাসি, পেয়ারা গাছের ডালের মতো বাঁকানো কোমর। এমন মেয়ে দেখলে ভেজা কাঠেও আগুন ধরে যায়। অনেকে এ মেয়ের খোলামেলা ভাবভঙ্গী দেখে ভাবেন সমস্ত জাতি রসাতলে গেলো, দেশে ধর্ম রইলনা। যে মেয়েটির কথা লিখছি সে আমাদের সিডনির পাশের গ্রামের মেয়ে, আমরা অনেকেই চিনি। সিনেমায়, টিভিতে দেখেছি। মেয়েটি হচ্ছে উলংগঙ্গের মেয়ে ন্যাটালি ব্যাসিংওয়েট (Natalie Bassingthwaighte).

আপনি ভাবছেন এমন মন-পাগল করা মেয়ে এদেশে অনেক আছেন, হঠাৎ ন্যাটালি ব্যাসিংওয়েটের কথা কেনো ? এর কথা বলতে হচ্ছে কারন কিছুদিন আগে আমরা তাকে ঢাকার শিশু হাসপাতালের করিডোরে বসে থাকতে দেখেছি। উস্কখুস্ক চুল, শুকনো ঠোট, সাধাসিধে সার্ট প্যান্ট পরনে, জ্বল জ্বল দুটি উৎসুক চোখে তাকিয়ে দেখছিল বাংলদেশের একটি শিশু কত সহযে সামান্য অসুখে মৃত্যুর কোলে ঢলে পরতে পারে।

যে ওয়েটিং রুমে ন্যাটালি বসে ছিলেন সেখানে কয়েক শত মা তাদের সন্তান কোলে করে বসে ছিলেন হসপিটালে ভর্তির আশায়। তাদের কোলে কারো বাচ্চা ছিল জ্বরে অচেতন, কারো চোখের মনি স্থির হয়ে আছে, কারো মুখ দিয়ে লালা ঝরছে, একটি শিশুতো নিঃশ্বাস নিচ্ছে এত ধীরে যে একটি নিঃশ্বাসের পর মা তাকিয়ে আছে সন্তানের মুখের দিকে আরেকটি নিঃশ্বাসের অপেক্ষায়। এই বুঝি প্রদীপ নিভে যাবে।

হসপিটালে বেডের সংখ্যা মাত্র পাঁচশ। তাই অনেকেরই আজ ডাক্তার দেখাবার সুযোগ বা হাসপাতালে ভর্তির সুযোগ হবেনা। সবচাইতে বড় কথা এখানে যে সব শিশু চিকিৎসার জন্য এসেছে তাদের কারো কোনো মরণ ব্যাধি বা শক্ত অসুখ হয়নি। কারো নিমোনিয়া, কারো কলেরা, কারো অপুষ্টি। এসব অসুখ খুব সহজেই চিকিৎসা করা যায়। একটা ভয়াবহ হিসাব আপনাদের দিচ্ছি, প্রতি বছর বাংলাদেশে নিমোনিয়া, কলেরা এবং অপুষ্টিতে ৩০.৫ মিলিয়ন শিশু মারা যায়। সংখাটা হচ্ছে অস্ট্রেলিয়ার জনসংখার চাইতে প্রায় ১০ মিলিয়ন বেশি।

ন্যাটালি ব্যাসিংওয়েট দুই বছরের একটি সন্তানের মা। বলছিলেন, ভাবতেও পারিনা এমন সামান্য অসুখে আমার সন্তান বিনাচিকিৎসায় মারা যাবে। ব্যাসিংওয়েট গিয়েছিলেন ‘ব্রেথ ফর লাইফ’ এবং ‘সেইভ দ্যা চিলড্রেন’ এর পক্ষ থেকে ঢাকায়।

হাসপাতালের ভেতরে দেখা হলো জরিনা বেগমের সাথে। জির্ন ভাঙ্গাচোরা নোংরা বিছানায় হারজিরজিরে একটি শিশু সন্তান নিয়ে বসে আছেন। ন্যাটালি ব্যাসিংওয়েট শিশুটির মাথায় হাতদিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কত বয়স শিশুটির' ? জরিনা বেগম বললেন, ' দুই বছর'। ন্যাটালি মনে মনে ভাবলো তার সন্তানটির বয়সও দুই বছর।

'কি হয়েছে বচ্চাটির ?'

'বুঝতে পারছিনা, গত পাঁচ মাস ধরে জ্বরে ভুগছে'।

'কবে হসপিটালে এনেছেন' ?

'গতকাল'। ব্যাসিংওয়েট একটু আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলেন 'এতদিন আনেননি কেনো' ?

'গ্রাম থেকে ঢাকা আসার লঞ্চ ভাড়া যোগার করতে পারছিলামনা তাই'। জরিনা বেগম নিজের অক্ষমতায় লজ্জ্যায় মুখ নামালো।

'কত লঞ্চ ভাড়া' ?

'পঞ্চাশ টাকা'।

পরদিন ভোরবেলা জরিনা বেগমের সন্তানটি আমার সোনার বাংলা থেকে বিদায় নিল।

সেদিনও টিভিতে দেখছিলাম প্রধানমন্ত্রি ভাষনে বলছেন দেশে অর্থনৈতিক উন্নতির প্লাবন বইছে। জরিনা বেগম অর্থনীতি বোঝেননা। তার সন্তানকে বাঁচাবার জন্য প্রয়োজন ছিল মাত্র পঞ্চাশ টাকা লঞ্চ ভাড়া।

বাংলা দেশের সাধারন মানুষ আমি জানি ধর্মপ্রান, পরিশ্রমী এবং অসম্ভব সৎ। চাষি, শ্রমিক, রিকসাওয়ালা, গার্মেন্টস কর্মি, সবাই সৎ। এই সততার সুযোগ নিয়ে রাজনৈতিক শয়তানেরা দেশটাকে খাবলে খাচ্ছে। কোন দলকে বিশ্বাস করবো ? গত বেয়াল্লিশ বছরে কত দলের রাজত্বইতো দেখলাম। এমন একটি দলকি আছে এই দুঃসময়ে জরিনা বেগমের হাতে পঞ্চাশটি টাকা তুলে দিতে পারতো ?

রাজনৈতিক দলগুলো হাজার হাজার কোটি টাকা লুট করে দেশ চালাচ্ছে। এদের লুটের টাকা যদি যোগ করা হয় বাংলাদেশে ১০০টি শিশু হাসপাতাল তৈরি করা যেতো। একটি শিশুও বিনা চিকিৎসায় মারা যেতোনা। অথচ ৪২ বছর ধরে বুজরুকি, জালিয়াতি, আর লুটের পর লুট করে আসছে রাজনৈতিক নেতারা। হাতে নাতে চুরি ধরা পড়লেও বিচার হয়না। সরকার বলছে সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত নির্দোশ, তার ব্যাগে টাকা ছিলনা তুলসী পাতা ছিল ! উনি এখনো জনসভায় মুখে ফেনা তুলে বক্তৃতা দিচ্ছেন, অথচ এখন তার জেলখানায় ঘানি টানার কথা ছিল। সেদিন পত্রিকার পাতায় এককোনে একটা খবর পরলাম। বি.টি.সি.এল. এর কর্নধার এ.কে.এম. আসাদুজ্জামান ২৪ কোটি টাকা চুরি করেছেন। খবরটা এমন তাচ্ছিল্লের সাথে পরিবেশন করা হয়েছে যে ২৪ কোটি টাকা চুরি কোনো চুরির মধ্যে পরেনা। অথচ এই দেশেই মাত্র ৫০টি টাকার জন্য জরিনা বেগমদের বাচ্চার সময় মতো চিকিৎসা হয়না।

এই চুরির টাকা কাদের ? এ টাকা মৃত সন্তানের মাতা কঙ্কালসার জরিনা বেগমদের। এ টাকা মুখে রক্ততোলা বাংলার খেটে খাওয়া মানুষদের যাদের দেখবার কেও নেই। যারা দিনের পর দিন ঈশ্বর নামে একজন অন্ধ

মানুষের কাছে বিচার চেয়ে চেয়ে শেষ হয়ে যাচ্ছে। আমাদের দেশের আইন আদালতে গরিবদের জন্য কোনো বিচার ব্যাবস্থা নেই। তাই জরিনা বেগমের সন্তান বিনাচিকিৎসায় মারা যায়। তা'র পিতা না খেয়ে মারা গিয়েছেন। স্বামী রিক্সা চালাতো, এখন পঙ্গু হয়ে ভিক্ষা করে। একটি বোন ঢাকায় গার্মেন্টসে কাজ করতো এখন কয়েকশ টন ইট বালি সুরকির নিচে চাপা পরে আছে। নেতারা একজন আরেকজনকে দোষ দিচ্ছেন, রানাকে ফাসীতে চড়াতে পাড়লেই সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে ! অথচ ২৬জন গার্মেন্টস মালিক বর্তমানে সংসদে বসে আছেন। শ্রমিক দের প্রতিবাদ করার ক্ষমতা নেই, প্রতিবাদ করলেই চাকুরি হারানো অথবা গুম খুনের ভয়। কি সুন্দর স্বাধীন দেশ আমাদের, যেখানে গরীব মানুষদের বাঁচার পথ নেই, তবে মরার পথ বিস্তর। এবং প্রত্যেক নতুন সরকার এসে গরিবদের জন্য সুন্দর সুন্দর মরার পথ তৈরি করে যাচ্ছেন !

হাই, ন্যাটলি ব্যাসিংওয়েট, তুমি মন খারাপ করে এমন গোমরা মুখ করে থেকোনা। তুমি যা দেখছো এটা শুধু বাংলাদেশের গরিব বাচ্চাদের চেহারা। তুমি জেনে খুশী হবে আমাদের মন্ত্রী মিনিষ্টার আমলা ছোটনেতা, বড়নেতাদের বাচ্চাদের বেশি মিষ্টি খেয়ে পেটে গুড়া কৃমি হলে ইউ.এস.এ নিয়ে যায় কৃমি ফেলতে। গায়ে জ্বর হলে জেদ্দা, বিছানায় ঘন ঘন প্রশ্রাব করলে সিংগাপুর। বিশ্বাস করো তোমার অষ্ট্রেলিয়ায় বেড়ে ওঠা সন্তানের চাইতেও ওরা ভাল আছে। তুমি বাংলাদেশ সন্মুদ্ধে হতাশ হয়োনা।

হে, প্রবাসী বাংলদেশের ভাই বোনেরা, আপনাদের দুঃখ বুঝতে পারি, হাজার দুর্নিতি, অনাচার, মিছিল, ভাঙ্গচোর, তান্ডব, বোমাবাজী, অবিচারের খবর দেখে দেখে পত্রিকায় পড়ে পড়ে আমাদের বুক ব্যাথা করে, দুঃখ হয়। আমরা হতভম্ভ হয়ে দেখি বাংলাদেশতো আর সোনার রইলোনা। তবুও আমারা গাইছি, আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি। (লেখাটি সিডনির মুক্ত মঞ্চ পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল।)

ashisbablu13@yahoo.com.au